গ্রাম আদালতের
সিদ্ধান্ত কার্যকর করার প্রক্রিয়া

- গ্রাম আদালত কোন ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য অথবা সম্পত্তি বা এর দখল ফিরিয়ে দেয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে, উক্ত বিষয়ে নির্ধারিত পদ্ধতিতে, আদেশ প্রদান করবে এবং তা নির্দিষ্ট রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করবে।
- গ্রাম আদালতের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দাবী মিটানো বাবদ কোন অর্থ প্রদান করা হলে অথবা কোন সম্পত্তি অর্পন করা হলে গ্রাম আদালত, ক্ষেত্রমত, উক্ত অর্থ প্রদান বা সম্পত্তি অর্পন সংক্রান্ত তথ্য রেজিষ্টারে লিখে রাখবে।
- যেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য গ্রাম আদালত কর্তৃক আদেশ প্রদান করা হয় এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত অর্থ প্রদান করা না হয়, সেক্ষেত্রে চেয়ারম্যান তা ইউনিয়ন পরিষদের বকেয়া কর আদায়ের পদ্ধতিতে সরকারী পাওনা আদায় আইন, ১৯১৩ এর বিধান অনুযায়ী আদায় করে ক্ষতিগ্রস্ত পক্ষকে প্রদান করবে।
- স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ এর ধারা ৬৮ এর (৩) ও (৪) উপধারামতে ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য বা কর্মকর্তা উক্ত ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় করতে পারবে।
- যদি ক্ষতিপূরণ প্রদান না করে অন্য কোন প্রকারে দাবী মিটান সম্ভব হয় তাহলে উক্ত সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য বিষয়টি এখতিয়ার সম্পন্ন সরকারী জজ আদালতে উপস্থাপন করতে হবে এবং উক্ত আদালত এই সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যেন ঐ আদালত কর্তৃকই উক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়েছে।
- গ্রাম আদালত উপযুক্ত মনে করলে কিস্তিতে ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদানের নির্দেশ দিতে পারবে ।

অল্প সময়ে, স্বল্প খরচে সঠিক বিচার পেতে,
চলো যাই গ্রাম আদালতে

European Union

UNDP Bangladesh

গ্রাম আদালতে বিচার প্রক্রিয়া

অ্যাকটিভেটিং ভিলেজ কোর্টস ইন বাংলাদেশ প্রকল্প

স্থানীয় সরকার বিভাগ

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়

www.villagecourts.org

গ্রাম আদালতে বিচার প্রক্রিয়া

- গ্রাম আদালত গঠনের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বরাবর আবেদন দাখিল করতে হবে। আবেদনে উল্লিখিত ক্ষতিপূরণ বা দাবীর পরিমান বা বিরোধীয় সম্পত্তির মূল্যমান অনধিক পঁচিশ হাজার টাকা হবে। *ধারা - ৪ ও ৭, গ্রাম আদালত আইন, ২০০৬*
- ফৌজদারী মামলা হলে দুই টাকা এবং দেওয়ানী মামলা হলে আবেদনপত্রের সাথে চার টাকা ফিস জমা দিতে হবে। *বিধি - ৩, ১৯৭৬ গ্রাম আদালত বিধিমালা*
- আবেদনে যে সকল তথ্য থাকতে হবেঃ যে ইউনিয়ন পরিষদে আবেদন করা হয়েছে উহার নাম; আবেদনকারীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়; প্রতিবাদীর নাম, ঠিকানা ও পরিচয়; যে ইউনিয়নে অপরাধ বা ঘটনা সৃষ্টি হয়েছে উহার নাম; সংক্ষিপ্ত বিবরণাদিসহ অভিযোগ বা দাবীর প্রকৃতি ও মূল্যায়ন; এবং পার্থিত প্রতিকার। *বিধি - ৩*
- চেয়ারম্যান কর্তৃক আবেদন বাছাই ও গ্রহণ এবং গ্রাম আদালত গঠনের উদ্দোগ অথবা লিখিত কারণ দর্শিয়ে আবেদন নাকচ। *ধারা - ৪ (১)*
- আবেদন গৃহীত হলে তার বিবরণ ১ নং ফরমে রক্ষিত রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করা ও রেজিষ্টার অনুযায়ী আবেদন পত্রে উপর মামলার নম্বর ও সন লিখা। *বিধি - ৭ (১)*
- মামলার আদেশনামা সহ সকল ফরমস ও রেজিষ্টার যথাযথ ভাবে পূরণ ও সংরক্ষন করা।
- নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে আবেদনকারীকে হাজির থাকার জন্য বলা এবং প্রতিবাদীকে হাজির হবার জন্য সমন । *বিধি - ৮*
- প্রতিবাদী আবেদনকারীর দাবী মেনে নিলে গ্রাম আদালত গঠিত হবে না। *বিধি - ৩৩*
- আবেদন নাকচ হলে আবেদনকারী নাকচের ৩০ দিনের মধ্যে এখতিয়ারসম্পন্ন সহকারী জজ আদালতে রিভিশন করতে পারবেন। *ধারা - ৪ (২)*
- আবেদন গৃহিত হলে উভয়পক্ষকে ৭ দিনের মধ্যে ২ জন (যাদের মধ্যে একজন ইউপি সদস্য হবেন) করে সদস্য মনোনয়নের নির্দেশ এবং ১ জন চেয়ারম্যান পক্ষদ্বয়ে মনোনিত ৪ জন সদস্য নিয়ে গ্রাম আদালত গঠন। *ধারা ৫, বিধি ১০*
- ইউপি চেয়ারম্যানকে নিরপেক্ষ মনে না করলে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিকট আবেদন। পক্ষ মনোনীত সদস্য ছাড়া উপজেলা নির্বাহী অফিসার কতৃক ইউপি'র অন্য কোন সদস্যকে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান হিসাবে নিয়োগ। *ধারা ৫ (২), বিধি- ১২*
- প্রতিবাদীকে ৩ দিনের মধ্যে লিখিত আপত্তি দাখিল এবং পক্ষদ্বয়কে সাক্ষ্য দাখিল করার নির্দেশ। *বিধি- ১৩*
- গ্রাম আদালতে আইনজীবি নিয়োগ করা যাবেনা। *ধারা -১৪*
- শুনানীর দিনে উভয় পক্ষের সাক্ষ্য গ্রহণ এবং সাক্ষীর বক্তব্যের সারমর্ম লিপিবদ্ধ করণ। প্রয়োজনে স্থানীয়ভাবে তদন্ত অনুষ্ঠান। শুনানী ৭ দিনের বেশী মূলতবী রাখা যাবে না।
- শুনানী চলাকালীন আবেদনকারী অনুপস্থিত হলে সময় প্রদান করা যাবে অথবা মামলা নাকচ করা যাবে। প্রতিবাদী অনুপস্থিত হলে সময় প্রদান করা যাবে অথবা একতরফা সিদ্ধান্ত প্রদান করা যাবে। *বিধি ১৫ ও ১৬*
- আবেদনকারী অনুপস্থিতিতে মামলা নাকচ হলে বা প্রতিবাদীর অনুপস্থিতিতে মামলায় একতরফা সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ১০ দিনের মধ্যে উপস্থিত হয়ে আবেদন করলে সিদ্ধান্ত রহিত করে মামলা পূণর্বহল করা যাবে।
- সমন অমান্য বা আদালত অবমাননা করলে ৫০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা করা যাবে। *ধারা - ১০ (২) ও ১১ (২)*
- জরিমানা আদায় না হলে লিখিতভাবে বিষয়টি ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ। ম্যাজিস্ট্রেট তা আদায়ের জন্য এরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন যেন উহা তাঁর দ্বারা ধার্য করা হয়েছে এবং তিনি জরিমানা অনাদায়ে কারাদন্ডের আদেশ প্রদান করতে পারবেন। এধরণের সকল জরিমানা ইউনিয়ন পরিষদের তহবিলে জমা হবে। *ধারা - ১২*
- চেয়ারম্যান ও ৪ জন সদস্য পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন এবং গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান কর্তৃক প্রকাশ্য আদালতে সিদ্ধান্ত ঘোষণা । সিদ্ধান্তটি ডিক্রী বা আদেশের ফরমে (৪ নং) লিপিবদ্ধ করে গ্রাম আদালতের চেয়ারম্যান কর্তক স্বাক্ষরিত হবে ও ৫ নং ফরমে ডিক্রী বা আদেশের রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করতে হবে। *বিধি ১৮, ২০ ও ২১*
- সিদ্ধান্ত ৫ঃ০ (সর্বসম্মত), ৪ঃ১ বা ৪ জনের উপস্থিতিতে ৪ঃ০ বা ৩ঃ১ হয় তাহলে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আপীল করা যাবেনা । সিদ্ধান্ত যদি ৩ঃ২ হয় তাহলে রায় প্রদানের ৩০ দিনের মধ্যে বিক্ষুব্ধ পক্ষ দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে সহকারী জজ ও ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে ১ম শ্রেনীর ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট আপীল করতে পারবেন। *ধারা - ৮*
- গ্রাম আদালত যে মেয়াদে নির্ধারণ করবেন সে মেয়াদের মধ্যে ডিক্রী বা ক্ষতিপূরণের অর্থ প্রদান করতে হবে, কিন্তু কোন ক্রমেই উক্ত চূড়ান্ত আদেশ প্রদানের তারিখ হতে ছয় মাসের অধিক হবে না। *বিধি - ২২*